মাসিক
কমপিউটার জগৎ
মার্চ ১৯৯২

সম্পাদকের দফতর থেকে

ডাটা এন্ট্রি শিল্পকে ওয়েজ আর্নার্স স্কীমের আওতায় আনুন

কোন শিল্প গড়ে উঠবার জন্যে দেশের সরকারের ভূমিকা অপরিসীম। একথা আরো বেশী করে প্রযোজ্য হয় যদি সেই শিল্প হয় কিছুটা নতুন ধরণের প্রচলিত ধারার বাইরের কিছু। সরকারের এক্ষেত্রে উচিৎ সম্ভাব্য সকলভাবে উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করা। ডাটা এন্ট্রি যে একটি অত্যন্ত লাভজনক ও অর্থকরী শিল্প হিসেবে এদেশে গড়ে উঠতে পারে একথা নিয়ে এখন সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই। এই শিল্প স্থাপন ও বিস্তৃতির জন্যে দুঃখজনক হলেও সত্যিকার অর্থে এমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। যে কোন বাণিজ্যিক উদ্যোগেই কিছু না কিছু ঝুঁকি থাকে। কোন নতুন ধরণের বাণিজ্যিক উদ্যোগে একথা আরো বেশী সত্যি। আর একারণেই উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করবার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে।

দেশের বাইরে যেয়ে কাজ করে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা যারা আয় করছেন সরকার তাদের জন্যে ওয়েজ আর্নার স্কীমের ব্যবস্থা করেছেন। যারা দেশে বসে কাজ করেই বৈদেশিক মুদ্রায় পারিশ্রমিক আয় করতে পারেন তাদের জন্যেও সরকার এ ধরণের একটি ঘোষণা দিতে পারেন। ডাটা এন্ট্রি সার্ভিস দিয়ে যারা ইতোমধ্যেই উপার্জনক্ষম হয়েছেন তারা এতে করে সহজেই তাদের পারিশ্রমিকের বৈদেশিক মুদ্রা বাইরের ব্যাঙ্কে জমা না রেখে দেশে আনতে পারবেন। এতে তারা অতিরিক্ত ঝুঁকি ও অধিক বিনিয়োগে আরো উৎসাহিত হবেন বলে আমাদের ধারণা। তাছাড়া দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেও এর সুফল পড়বে।

নতুন শিল্পায়নে উৎসাহ প্রদান করবার আরেকটি পথ হচ্ছে সীমিত সময়ের জন্যে ঐ শিল্পের আয়কে করমুক্ত ঘোষণা করা। ডাটা এন্ট্রি সার্ভিসকেও যদি এ ধরণের 'ট্যাক্স হলিডে'র আওতায় আনা যায় তবে তা এ শিল্পের প্রসারে উল্লেখযোগ্য ধনাত্মক ভূমিকা রাখবে।

ডাটা এন্ট্রির ব্যাপারে দেশের যে সমস্ত উদ্যোক্তারা যথেষ্ট আগ্রহী এবং কিছু কিছু কাজও করেছেন 'কমপিউটার জগৎ'-এর এ ধরণের চিন্তাধারার সাথে তারা সম্পূর্ণ একমত। আমরা সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয় দুইটি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

দেশে যে অনেক ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা কমপিউটারের খুচরা যন্ত্রাংশ বাইরে থেকে আমদানী করে এখানে বসে সংযোজন করে পূর্নাঙ্গ কমপিউটার তৈরী করে সে সম্পর্কে আমরা অনেক দিন থেকেই শুনে আসছিলাম। এসংখ্যা কমপিউটার জগৎ-এ পাবেন এর উপরে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। পিসি সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কয়েকটির কর্ণধারদের বক্তব্য আমরা এ সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করলাম।

একথা হয়তো সত্য যে বাইরের থেকে কমপিউটারের খুচরা যন্ত্রাংশ নিয়ে এসে এখানে সংযোজনের যে প্রক্রিয়া তাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি বা কর্ম সংস্থাপনের সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে একথাও সত্য যে এটিকে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সম্ভব। আমরা যে গণকমপিউটারায়নের কথা বলছি তাতে এ ধরণের প্রকল্প অত্যন্ত সাহায্যকর হবে। জনগণের হাতে কমপিউটার চাইলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যন্ত বিদ্যালয় পর্যায় থেকে কমপিউটার (হোক না তা একটি পিসি এক্সটি কমপ্যাটিবল) প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কমপিউটার পেতে হবে আরো অনেক অল্প দামে। দেশের কমপিউটার সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো খুব সহজেই সেকাজে অনেক অল্প দামে কমপিউটার বিপণন করতে পারেন এবং প্রকৃতপক্ষে সীমিত সংখ্যায় তারা তা করছেনও। চৌদ্দ/পনের হাজার টাকায় একটি এক্সটি মানের কমপিউটার পাওয়া গেলে সেটিকে আসলেই একটি সুযোগ আখ্যায়িত করা যেতে পারে। বিদ্যালয় পর্যায়ে কমপিউটার প্রসার ও এবং এ ধরণের উদ্যোগকে উৎসাহ দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে 'কমপিউটার জগৎ' মনে করে। •

উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল

সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদক
এস, এ, বি, এম, কমরুজ্জোহা

নির্বাহী সম্পাদক
খোন্দকার নজরুল ইসলাম

প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

সহযোগী সম্পাদক
জাকারিয়া স্বপন

সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী

সম্পাদনা সহযোগী
• এম, আর সিদ্দিকি • শা, সা,
• শেখ, এ, সায়েম • বাদল হক
• আসিফ মাহমুদ • মোস্তফা আনোয়ার
• এইচ এস ফিরোজ • মাসুদ • সমর মিত্র
• শীনা ইনাম • রেহানা আখতার
• ফারুক • জহির হোসেন

বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল - আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেলিন - আমেরিকা
আজাদুল হক - আমেরিকা
ডঃ এম, মাহমুদ - বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী - অষ্ট্রেলিয়া
জাহিদুল ইসলাম - অষ্ট্রেলিয়া
হাবনূর রশিদ - জাপান
এস, বানার্জী - ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক - ভারত
আঃ কঃ মোঃ শামসুজ্জোহা - সিংগাপুর

শিল্প নির্দেশনা : আহসান হাবিব

ক্যামেরা : ইয়াসীন বাবুল

কমপিউটার কম্পোজ :
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০ ৬৪ ৮৫

মুদ্রণে :
ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০ - ৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।

প্রকাশক : নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০ ৬৪ ৮৫

দাম প্রতি কপি পনের টাকা

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক সডাক দেড় শত টাকা, ষান্মাসিক সডাক আশি টাকা মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।